দয়াময়ী

বিনয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটবড় গাছপালায় ভরা পরিত্যক্ত এই পার্কটা এমনিতেই বেশ নির্জন। তার উপরে কোণের এই সিমেন্টের বেঞ্চিটায় বসলে তো পার্কের শেষ প্রান্তটা দেখতে চোখে বেশ কষ্ট হয়। শুধু যা বাঁচোয়া, তা হ'ল এর ঠিক মাঝ বরাবর পায়ে পায়ে চলে তৈরী হওয়া সাদা পাটাতনের মত একটা মেঠো পথ পশ্চিমের এই বাবুপাড়াকে আর পূর্বের কারিগরপাড়াকে সহজভাবে জুড়ে রেখেছে।

স্বভাব গম্ভীর, প্রৌঢ়, বিপত্নীক বোসসাহেব জীবন সায়াহে এসে পার্কের এই সবুজ নির্জনতাটুকুকেই জীবনসঙ্গী করে নিয়েছেন। তাই সূর্যের উদয়-অস্তের বহুক্ষণ আগেই এই বেঞ্চিটায় এসে বসেন, আবার ফেরেনও অনেক পরে। উদাস চোখে দেখেন প্রকৃতির খেয়ালিপনা। সবুজের কোলে সবুজের লুকোচুরি। শোনেন তাদের বাক্যহীন ভাষা। কিন্তু এরই মাঝে তার উদাসী চোখ বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই কৌতুহলী হয় পার্কের মেঠোপথ ধরে আসা যাওয়া একটা মূর্তিকে কেন্দ্র করে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আটকে যায় তাঁর দৃষ্টি। তা সে অস্পষ্ট কুয়াশা ঢাকা ভোরেও পড়ে আবার সন্ধ্যার আবছা আঁধারেও পড়ে।

আজ আর কৌতুহলটাকে চাপতে পারলেন না বোসসাহেব। নারীমূর্তিটা পার্কে ঢোকার মুখেই গা-ঝেড়ে উঠে পড়লেন বোস সাহেব। সোজা নারীমূর্তিটার সামনে এসে দাঁড়াতেই চমকে গেলেন-- 'কে দয়াময়ী না'! খানিকটা হতচকিত নীরব একটা চাউনি দিয়ে নারীমূর্তি ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

এ মেয়েটি বোস সাহেবের খুবই পরিচিত। বছর তিনেক আগের জীবনে ফিরে গেলেন। --একেই তো নিজের বাড়িতে বহাল করেছিলেন তিনি একটা প্রচন্ড মানবিক তাড়নার শিকার হয়ে। সেই দিনগুলোতে যখন তার একমাত্র শিক্ষিতা মদগর্বী পুত্রবধূ স্বামীর অল্প আয়কে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে বড়লোকের বখে যাওয়া এক ছোকরার সাথে বিলাসী জীবনের ইশারায় কচি দুধের ছেলেকেও ফেলে রেখেশ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করলো। নিপায় বোস সাহেব তখন খুঁজে বেড়াচ্ছেন এমন এক দুগ্ধবতীকে যে সময়ান্তরে ধাত্রী ও জননী দুইই হতে পারবে আর সে কারণেই বাবুপাড়ার প্রান্তঘেঁষা কাওরাপাড়া থেকেই মিষ্টিমুখ, ঝকঝকে স্বাস্থ্যবতী এই মেয়েটাকে কন্যা সম্বোধনে নিজের বাড়িতে কাজের লোক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।- 'অত ভোরে পূর্বদিকে রোজ কোথায় যাও দয়াময়ী? আবার সন্ধ্যের সময়ও দেখি পূর্বপাড়া থেকে ফেরো। কি কাজ থাকে রোজ রোজ? নির্জন রাস্তা, তায়--অন্ধকার, বিপদ কখন কিভাবে আসে কিছু বলা যায়? তাছাড়া এটা কি ভেবেছো যে রোজ রোজ এভাবে দেখলে হয়ত কেউ একটা বদনাম দিয়েই না দেয়'।

ঠিক সেইরকম ঘোমটা টানা নিচু মাথায় উত্তর দেয় দয়াময়ী, 'গরিবের সুনামই বা কি আর বদনামই বা কি সাহেব? সারা জীবনে সুনাম কী পেয়েছি যে তাকে রাখতে বদনামের ভয় করবো? আজ থেকে তিন বছর আগে পেটের তাড়নায় যা বেচেছি মজুরির বিনিময়ে, সেটাকে দান করেই আজকে বিবেকটা মজবুত করছি সাহেব।' বলেই আমার চোখের চাহনি দেখে বলল, 'আমাদের পাড়ায় প্রথম দিন গিয়ে যে বউটাকে দেখেছিলেন আমাকে গাল মন্দ করছিল--ও পরান মন্ডলের বউ। বড় পাজি মেয়েমানুষ। ওর স্বামীকে জড়িয়ে আমার নামে কত মিথ্যা কেচ্ছা করেছে। বদমাস মেয়েছেলেটা দুধের বাচ্চাটাকে রেখে মাস দেড়েক হল মারা গেছে। মা ছাড়াতো ওটা মরে যাবে। তাই আমার ছোটটার সাথে আমিও সারারাত ওর মা হয়েই থাকি। ভোরবেলা দিয়ে যাই আর সারাদিনের কাজের শেষে সন্ধেবেলায় নিয়ে যাই ওর রাতের খাওয়ার জন্যে। আসি বাবু, প্রণাম নেবেন,' বলে আর দাঁড়লো না, হন হন করে এগিয়ে গেল। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠলেন বোস সাহেব---'তোমার নাম সত্যিই সার্থক, দয়াময়ী'।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com